Volume 26: 2023-2024
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.18.00.03

বৈদিক ধর্মাচারের অঙ্গরূপে যজ্ঞ : একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা

শান্তনু কুমার হাইত
গবেষক, দর্শন বিভাগ, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়
(Corresponding author)
ও
পাপিয়া গুপ্ত
অধ্যাপিকা, দর্শন বিভাগ, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়

কথামুখ

বৈদিক যুগে ধর্মাচারের একটি অত্যাবশ্যক অঙ্গ হল যজ্ঞ কর্মানুষ্ঠান, যা ভারতীয় সংস্কৃতিতে আধ্যাত্মিক অনুশীলনের ক্ষেত্রে পালিত হয়ে থাকে। প্রাচীন বৈদিক ঋষিগণ উপলব্ধি করেছিলেন, মানুষের জীবনে এমন এক আধ্যাত্মিক শক্তি বিকশিত হওয়া প্রয়োজন, যা একদিকে তার জীবনের সর্বোত্তম আদর্শের অভিমুখে চালিত করার প্রেরণা স্বরূপ হবে, তেমনই হবে তার ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনের সামগ্রিক রূপান্তরকে প্রভাবিত করনে সক্ষম। ঋষিগণ কর্তৃক অনুসৃত এই আধ্যাত্মিক বিধি পালনের প্রধান মাধ্যম হলো, যথাযথ মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক আত্মাহুতি বা আত্মসমর্পনের মধ্য দিয়ে ব্যক্তি এবং ঈশ্বরের মধ্যে পারস্পরিক প্রদান তথা প্রাপ্তি। যজ্ঞের পবিত্র অগ্নিতে দেবগণের উদ্দেশ্যে ব্যক্তি তার যাবতীয় প্রিয়বস্তু ত্যাগের মাধ্যমে মানসিক সংকীর্ণতা অতিক্রম করে একাত্মবোধে জারিত হন, গড়ে উঠে বিশ্বগতভাবে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের বাতাবরণ। বৈদিক ধর্মভাবনা বস্তুতঃপক্ষে রূপগত ও আচরণগত ভাবে প্রাচীন হলেও তার প্রয়োগগত এবং উপযোগিতামূলক প্রেক্ষিতটি দেশ ও কালের সীমা অতিক্রম করে যুগ নিরপেক্ষ ভাবে বিভেদের মাঝে ঐক্য স্থাপন করেছে।

বীজশব্দ: যজ্ঞ, মন্ত্র, ঋত্বিক, মহাজাগতিক সৃষ্টি, বিশ্বকল্যাণ।

ইন্দো-ইউরোপীয় সংস্কৃতির সর্বাপেক্ষা প্রাচীন স্বতঃসিদ্ধ আকর গ্রন্থ হল বেদ এবং বেদকে ভিত্তি করে যে ধর্মাচারের উদ্ভব হয়েছিলো তার প্রায়োগিক তথা উপযোগিতামূলক প্রেক্ষিতের একটি আবশ্যিক অঙ্গ হল যজ্ঞ। 'বেদ' শব্দটি 'বিদ্' ধাতু থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে, যার অর্থ জ্ঞান, সত্য,

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 26: 2023-2024
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.18.00.03

লাভ ও বিচার – এই চার প্রকার হতে পারে। তবে সাধারণভাবে জ্ঞানার্থেই 'বেদ' শব্দের প্রয়োগ হয়ে থাকে। বেদের লক্ষণ প্রদান করে বলা হয়েছে – "মন্ত্রব্রাহ্মণয়োর্বেদনমধেয়ম"[১] অর্থাৎ মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণকে একত্রে বেদ নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। এই বক্তব্য অনুসরণপূর্বক মহর্ষি জৈমিনি বলেছেন – "তচ্চোদকেষু মন্ত্রাখ্যাঃ শেষে ব্রাহ্মণশব্দঃ।"[২] এখানে 'তৎ' শব্দের দ্বারা অভিধান বা যে সমস্ত পদার্থের অনুষ্ঠান করা হবে, সেগুলির স্মরণরূপ প্রকাশকে বোঝানো হয়েছে, তার 'চোদক' বা প্রযোজক যে বাক্যসমূহ, সেগুলি-ই মন্ত্র নামে অভিহিত অর্থাৎ এই মন্ত্র বিধেয় পদার্থগুলির স্মরণের কারণ। এই মন্ত্র অতিরিক্ত যে বেদভাগ, তাই ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ অংশের দুটি বিভাগ-আরণ্যক এবং উপনিষদ। আরণ্যক হল ব্রাহ্মণের অন্তিম অংশ ও আরণ্যকের শেষ অংশ উপনিষদ। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা প্রয়োজন সমগ্র বৈদিক সাহিত্য, যা মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে, তা দুটি ভাগে বিভক্ত-কর্মকাণ্ড এবং জ্ঞানকাণ্ড। এই কর্মকাণ্ড মূলতঃ যজ্ঞনির্ভর, যে বিষয়টিকে কেন্দ্র করে এই প্রবন্ধটি আবর্তিত হয়েছে। কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হলো সংহিতা বা মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ অংশ, যেখানে যজ্ঞ সংক্রান্ত কর্তব্য বা বিধি-নিষেধের আলোচনা আছে। একাধিক মন্ত্র নিয়ে রচিত হয় সূক্ত, যেগুলি সংহিতা অংশে আছে। উপনিষদে আলোচিত হয়েছে ব্রহ্মতত্ত্ব, তাই তা জ্ঞানকাণ্ড এবং আরণ্যক, জ্ঞানকাণ্ড ও কর্মকাণ্ডের মধ্যবর্তী হওয়ায় সেখানে যজ্ঞ সংক্রান্ত এবং জ্ঞানতত্ত্ব উভয় সম্পর্কেই ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এই যে মন্ত্র, তার সাথে ওতোপ্রোত সম্পর্কে আবদ্ধ হয়ে আছেন একদিকে দেবতাগণ, যাঁদের উদ্দেশ্যে সশ্রদ্ধ প্রশস্তি বর্ণনা করা হয়েছে, অন্যদিকে যজ্ঞরূপ অনুষ্ঠান, যে আচারের মধ্যে দিয়ে ঐ দেবতাগণকে পরিতুষ্টীকরণের প্রচেষ্টা করা হয়েছে।

'যজ' ধাতু থেকে 'যজ্ঞ' পদটি নিষ্পন্ন হয়েছে, যার অর্থ পূজা বা শ্রদ্ধা করা, সংগতিকরণ বা সমন্বয়সাধন এবং ত্যাগ বা সমর্পণ। লক্ষণীয় যে উপরোক্ত প্রতিটি অর্থের মধ্যেই রয়েছে চূড়ান্ত সদর্থক ভাবনা, যেখানে ব্যক্তির সদগুণাবলীর প্রকাশ যেমন ঘটেছে এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের মাধ্যমে সুস্থ ও স্বস্থ্য সমাজের প্রতিচ্ছবি পরিস্ফুট হয়েছে তেমনি অন্যের প্রতি করুণা, সহমর্মিতা ও ত্যাগের উপস্থিতিও স্পষ্টভাবে বর্তমান রয়েছে। বৈদিক ধর্মাচারের অঙ্গরূপে যজ্ঞ হলো বেদমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক দেবতাগণের অনুগ্রহলাভের উদ্দেশ্যে অগ্নিতে আহুতি প্রদান অনুষ্ঠান। বৈদিক ব্রাহ্মণ সাহিত্যে যজ্ঞের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে, যজ্ঞকর্ম সম্পাদন করা প্রতিটি ব্যক্তির অবশ্যকর্তব্য কারণ এর মাধ্যমে সে সুখে এবং বিনা আয়াসে দুঃখের ভবসাগর অতিক্রম করতে সমর্থ হবে –

"যজ্ঞো বৈ সুতর্মা নৌঃ" [৩]

এমনকি দেবতাগণ যে দেবত্ব অর্জন করেছেন, তা-ও যজ্ঞকর্মের দ্বারাই সম্ভব হয়েছে। যদিও উপনিষদে যজ্ঞের এই মাহাত্ম্যকে ধূলিসাৎ করে বলা হয়েছে যজ্ঞরূপ নৌকা দৃঢ় না হবার

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 26: 2023-2024
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.18.00.03

কারণবশতঃ তাকে অবলম্বন করে এই ভবসাগর পার হওয়া সম্ভব নয়, এই সমস্ত অষ্টাদশ করণীয় যজ্ঞানুষ্ঠানগুলি দুর্বল ও বিনাশশীল, যারা এগুলিকে শ্রেয়োলাভের উপায়রূপে সমাদর করে তারা মূর্খ, এবং এই জরা-মরণসংকুল জগতে বারংবার ফিরে আসে। একমাত্র জ্ঞানরূপ তরণীর সাহায্যেই সেই প্রচেষ্টা করা যেতে পারে –

"প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপাঃ
অষ্টাদশোক্তমবরং যেষুকর্ম;
এতং শ্রেয়ো মেহভিনন্দন্তি মূঢ়া
জরা মৃত্যুং তে পুনরেবাপি যন্তি" [৪]

এই যে যজ্ঞরূপ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দেবতাগণের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন তথা পূজন (যজ্ঞের প্রথম অর্থ), সেখানে মন্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। 'মন্ত্র' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে 'মন্' ধাতু থেকে যার অর্থ মনন। আচার্য যাস্ক 'মন্ত্র' শব্দের নির্বচনে বলেছেন – *"মন্ত্রা মননাৎ"* [৫]। মননের অর্থ জ্ঞান বা বোধ বা প্রাপ্ত বিষয়কে বিচারবুদ্ধির দ্বারা দৃঢ়ভাবে মনে প্রতিষ্ঠিত করা। যজ্ঞকর্মের অনুষ্ঠানের কালে, ঐ অনুষ্ঠানের উপযোগী বিষয়গুলির উপস্থাপক বা স্মারক হলো মন্ত্র।

"প্রয়োগসমবেতার্থস্মারকাঃ মন্ত্রাঃ"[৬]

এই মন্ত্রসমূহ যজ্ঞকর্মেরই অঙ্গ বা কর্মাঙ্গ কারণ যজ্ঞ অনুষ্ঠনে ঐ মন্ত্র পাঠ বা উচ্চারণ করাকালীন যে কর্মগুলি সম্পন্ন করা হবে, সেগুলি স্মরণপূর্বক তাদের অনুষ্ঠান করা হয়ে থাকে।

যজ্ঞের সাথে যেহেতু মন্ত্রের অবিচ্ছেদ্য যোগ বর্তমান, তাই বলা যায় যে এই মন্ত্রের দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণাদি বিষয়ে এবং ঐ যজ্ঞে উদ্দিষ্ট দেবতাগণ সম্পর্কে মননের উদ্ভব হয়। যজ্ঞ অনুষ্ঠানে মন্ত্রের তাৎপর্য্য এতোই সুদূরপ্রসারী যে যদি ঐ মন্ত্রসমূহের যথাযথ বিনিয়োগ করা হয়, একমাত্র তাহলেই যে ফললাভের উদ্দেশ্যে ঐ যজ্ঞানুষ্ঠান করা হচ্ছে, তা প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব হবে। কর্মের সাথে মন্ত্রের সম্বন্ধকে বিনিয়োগ বলে। এই 'বিনিয়োগ' বা বিশেষরূপে প্রয়োগ বলতে বুঝতে হবে, কোন্ নির্দিষ্ট মন্ত্রের দ্বারা কোন্ নির্দিষ্ট যজ্ঞকর্ম সম্পাদন কর্তব্য-সেটি যথাযথভাবে জ্ঞাত হওয়া। উল্লেখ্য বিষয় হলো কর্ম-ই প্রধান ও মন্ত্র অপ্রধান কারণ যজ্ঞকর্ম ব্যতিরেকে মন্ত্রের কোন ভূমিকা নেই বরং কর্ম সম্পন্ন করার নিমিত্ত-ই মন্ত্র উচ্চারিত হয়ে থাকে –

"মন্ত্রেষু গুণভূতেষু প্রধানেষু চ কর্মসু" [৭]

মন্ত্রের সাথে যজ্ঞক্রিয়াত্মক বিষয়ের সম্বন্ধ যে কতখানি প্রবল তার পরিচয় পাওয়া যায় মহর্ষি জৈমিনি দ্বারা উক্ত নিম্নোক্ত বাক্যে –

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 26: 2023-2024
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.18.00.03

"আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাৎ আনর্থক্যম্ অতদর্থানাম" [৮]

অর্থাৎ যে সমস্ত বৈদিক বাক্যে যজ্ঞক্রিয়ার সাথে সম্বন্ধ দৃষ্ট হয় না, সেই সমস্ত বাক্য-কে অনর্থক রূপে বুঝতে হবে। যজ্ঞরূপ যে বৈদিক ধর্মাচার তার একটি অত্যাবশ্যক অঙ্গ হলো অগ্নি। এই অগ্নিতেই দেবতার উদ্দেশ্যে যাবতীয় দ্রব্যের আহুতি প্রদান করা হয়। যে পার্থিব অগ্নিকে আমরা চাক্ষুষভাবে প্রত্যক্ষ করে থাকি, তার চৈতন্যময় অধিষ্ঠাতা হলেন অগ্নিদেব, যাঁকে বৈদিক মন্ত্রে কখনো ইন্দ্র, কখনো বা বিষ্ণুরূপে উল্লেখ করা হয়েছে, আবার কখনো মিত্র বা বরুণরূপেও বর্ণনা করা হয়েছে-

"ত্বমগ্ন ইন্দ্রো বৃষভঃ সতামসি ত্বং বিষ্ণুরুরুগায়ো নমস্য" [৯]

যজ্ঞ কর্মে অগ্নির মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠা করে নিরুক্তকার বলেন যে অগ্নিকেই প্রথম ব্যাখ্যা করা হবে কারণ তিনি পৃথিবী-স্থানের দেবতা-

"অগ্নি পৃথিবীস্থানস্তং প্রথমং ব্যাখ্যাস্যামঃ" [১০]

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণেও অগ্নিকেই প্রথম দেবতারূপে মান্যতা প্রদান করা হয়েছে-

"অগ্নিরগ্রে প্রথমো দেবতানাম্" [১১]

সমগ্র যজ্ঞ অনুষ্ঠানের কেন্দ্রে অবস্থান করেন অগ্নি। ঋগ্বেদের প্রারম্ভেই তাঁর স্তুতিমন্ত্র পাওয়া যায় এবং সেখানে বিবৃত তাঁর প্রথম ও প্রধান কর্ম হল যাগ সম্পাদন –

"অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবম্ ঋত্বিজম্ হোতারং রত্নধাতমম্।" [১২]

অগ্নি হলেন স্বয়ং দেবতা এবং দেবতাগনের পুরোহিত, তিনিই হোতা নামক ঋত্বিকরূপে দেবতাগনকে যজ্ঞস্থলে আহ্বান করেন। তাঁকে যজমান বা যিনি যজ্ঞকর্ম করছেন, তাঁর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়রূপে বর্ণনা করে বলা হয়েছে তিনি হলেন যজমানের পিতা, ভ্রাতা, আত্মীয়, বন্ধুসম–

"অগ্নিং মন্যে পিতরমগ্নিমাপিমগ্নিং ভ্রাতরং সদমিৎ সখায়ম্।" [১৩]

কারণ তিনি যে কেবল আহুতিরূপ হব্য বহন করে দেবতার নিকট পৌঁছে দেন, তা নয়, পিতার ন্যায় যাবতীয় বিপদ-বিপত্তি থেকে যজমানকে রক্ষা করে তাকে সত্য এবং কল্যাণের আদর্শে দীক্ষিত করেন –

"অগ্নি রয়িমশ্নবৎপোষমেব দিবে দিবে। যশস্যং বীরবত্তমম্।।" [১৪]

যজমান-ও আবার পুত্রের দাবী নিয়ে অগ্নির কাছে উপস্থিত হয়ে থাকে–

"স নঃ পিতেব সূনবে অগ্নে সূপায়নো ভব" [১৫]

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 26: 2023-2024
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.18.00.03

এ প্রসঙ্গে যজমান বা যজ্ঞকর্তা বিষয়ে বলা যায়, যাঁর কল্যাণ কামনায় বা কামনা সিদ্ধির জন্য যজ্ঞসম্পন্ন হয় তিনিই হলেন যজমান – তাঁর ওপরেই যজ্ঞকর্মে প্রয়োজনীয় যাবতীয় উপকরণাদি সংগ্রহ বা তার ব্যয়ভার ন্যস্ত হতো, যদিও ঐ যজ্ঞ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতেন ঋত্বিক বা পুরোহিত, যাঁরা উপযুক্ত দক্ষিণাগ্রহণ করে যজমানের হিতার্থে ঐ যজ্ঞ সম্পন্ন করতেন। বৈদিক সাহিত্যে যজ্ঞ সু-সম্পাদনকল্পে সাধারণভাবে সর্বোচ্চ ষোলজন ঋত্বিকের আবশ্যকতা উক্ত হয়েছে – যাঁদের মধ্যে প্রধান ঋত্বিক হলেন ঋক, সাম, যজুঃ – এই তিনটি বেদের দায়িত্ববহনকারী যথাক্রমে হোতা, উদগাতা, অধ্বর্যু এবং উপরোক্ত ত্রয়ী বেদে সুপণ্ডিত, সমগ্র যজ্ঞ পরিচালনকারী প্রধান পুরোহিত ব্রহ্মা, যাঁর ওপর সামগ্রিকভাবে যজ্ঞের সম্পূর্ণ দায়ভার অর্পন করা হয়। উপরে উল্লিখিত প্রতি ঋত্বিকের আবার তিনজন সহকারী আছেন – হোতার সহকারী হলেন মৈত্রাবরুণ, অচ্ছাবাক ও গ্রাবস্তুৎ, উদগাতার সাহায্যকারী প্রস্তোতা, প্রতিহর্ত্তা ও সুব্রহ্মণ্য; অধ্বর্য্যুর সহকারীত্রয় প্রতিপ্রস্থাতা, নেষ্টা ও উন্নেতা এবং ব্রহ্মার সহকারী ব্রাহ্মণাচ্ছংসী, অগ্নীধ্র ও পোতা। কৌষীতকী ব্রাহ্মণ মত অনুসারে উপরোক্ত ষোলজনের অতিরিক্ত 'সদস্য' নামে অন্য এক ঋত্বিক আছেন। আবার অন্য কোন কোন মতে যজমান অর্থাৎ যিনি অর্থব্যয়পূর্বক ঋত্বিক বা পুরোহিতের মাধ্যমে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করছেন, তাঁকেও যেহেতু পত্নীসহ যজ্ঞস্থলে উপস্থিত থাকতে হয় ও মন্ত্র পাঠের মাধ্যমে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে হয়, তাই তাঁকেও এক অর্থে ঋত্বিকরূপেই গণনা করতে হবে। ঋগ্বেদের দ্বিতীয় মণ্ডলে এই বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায় –

"তবাগ্নে হোত্রং তব পোত্রমৃত্বিয়ং তব নেষ্ট্রং ত্বমগ্নিদৃতায়তঃ তব প্রশাস্ত্রং
ত্বমধ্বরীয়সি ব্রহ্মা চাসি গৃহপতিশ্চ নো দমে।" [১৬]

তবে প্রতি যজ্ঞেই যে ষোলজন বা সতেরোজন ঋত্বিক প্রয়োজন হয় এমন নয় – যজ্ঞভেদে সংখ্যার পরিবর্তন হয়ে থাকে।

যজ্ঞ-কর্মে অগ্নিদেবের গুরুত্বকথন প্রসঙ্গে ফিরে বলা যায়, আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, মর্ত্যের মানুষের স্বর্গের দেবতাদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত হব্য তাঁদের কাছে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব অগ্নিদেবের, যিনি সূর্য্যরূপে বা বৈশ্বানররূপে দ্যুলোকে, বিদ্যুৎরূপে বা জাতবেদারূপে অন্তরীক্ষে এবং বাড়বানলরূপে সমুদ্রে বিরাজমান। হব্য বহনকারীরূপে অগ্নিকে বহ্নি নামেও অভিহিত করা হয়ে থাকে। অগ্নির তিনটিরূপ কল্পিত হয়েছে বৈদিক সাহিত্যে – যাঁরা অগ্নিশালায় যে চতুষ্কোণ বেদি নির্মিত হয়, তার তিনদিকে স্থাপিত হন। গার্হপত্য, যাঁর স্থান পশ্চিমে এবং যিনি গৃহের অভ্যন্তরে সদাসর্বদা প্রজ্জ্বলমান, তিনি গৃহস্থের অনুপস্থিতিকালে তার প্রতিনিধিরূপে বিরাজ করেন, এই অগ্নিতেই যজ্ঞের হব্য বস্তু প্রস্তুত হয় এবং অগ্নিবেদীটি চর্তুভূজাকার হয়ে থাকে; আহবনীয় অগ্নি, যে অগ্নিকে গার্হপত্য অগ্নি থেকেই গ্রহণ করা হয়, যাঁর স্থান বেদির পূর্ব্বদিকে কারণ দেবগন পূর্ব্বদিকের অধিবাসী এবং এই অগ্নিতে হব্য আহুতিরূপে প্রদত্ত হয়, এই

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 26: 2023-2024
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.18.00.03

অগ্নিবেদী বৃত্তাকার আকৃতির হয়ে থাকে; তৃতীয়রূপটি হলো দক্ষিণাগ্নি, যাকে যজ্ঞবেদীর দক্ষিণ পার্শ্বে স্থাপন করা হয় এবং এই অগ্নিতে পিতৃ পুরুষের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত হবি আহুতি দেওয়া হয়, এই অগ্নিবেদীর আকার অর্ধচন্দ্রাকৃতি।

কঠোপনিষদে অগ্নির মাহাত্ম্য বর্ণনা প্রসঙ্গে যম-নচিকেতা সংবাদে উক্ত বাজশ্রবস-পুত্র নচিকেতা কর্তৃক যমদেবের নিকট স্বর্গলাভের সাধনভূত অগ্নিবিদ্যার প্রার্থনার প্রসঙ্গটি এখানে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

নচিকেতা যমরাজের কাছে সেই অগ্নিবিদ্যার গুহ্য জ্ঞান যাচ্না করেছেন, যার মাধ্যমে স্বর্গকামনাকারী যজমানগন অমৃতত্ব/অমরত্ব প্রাপ্ত হন কারণ ঐ স্বর্গলোকে ভয়ের যেমন কোন আশংকা নেই, আবার যমরাজ সেখানে না থাকায় অকস্মাৎ কেউ মৃত্যু বা জরাতেও আক্রান্ত হয় না, পৃথিবীতে যা স্বাভাবিক ভাবেই ঘটে থাকে এবং এখানে ব্যক্তির ক্ষুধা-তৃষ্ণার কোন অনুভব না হওয়ায়, তারা সেসব অতিক্রম করে দুঃখাতীত হয়ে সুখ উপভোগ করে। যেহেতু যমদেব স্বয়ং অগ্নিচয়নের মাধ্যমে স্বর্গলোকে দেবত্বলাভ করেছেন, তাই তিনি সম্যকভাবে ঐ অগ্নি বিষয়ে অবগত এবং উপদেশ দানের অধিকারী আবার শিষ্যরূপে নচিকেতা-ও নিজেকে যোগ্য বলে মনে করেন কারণ তার মধ্যে ভরপুর শ্রদ্ধাভাব বর্তমান এবং তিনিও ঐ উপদেশ লাভের অধিকারী। নচিকেতার প্রার্থনার প্রত্যুত্তরে যমরাজ তার কাছে স্বীকার করেন, যে অগ্নি দ্বারা স্বর্গপ্রাপ্তি হয়, সেই অগ্নির স্বরূপ বিষয়ে তিনি বিজ্ঞাত এবং নচিকেতা যেন একাগ্রমনা হয়ে তাঁর এই উপদেশ শ্রবণ করে যে এই অগ্নি-ই হলেন স্বর্গপ্রাপ্তির উপায় তথা জগতের আশ্রয়স্বরূপ এবং তত্ত্বজ্ঞানী, বুদ্ধিমান পুরুষের বুদ্ধিরূপ গুহার অভ্যন্তরে অতি গভীরে এই অগ্নিবিদ্যা নিহিত আছে। পূর্ব্বোক্ত স্বর্গলোক বা অনন্তলোক অগ্নির ওপর, যজ্ঞের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং এই অগ্নি হলেন এক বিশেষ অগ্নি, সগুন ব্রহ্ম স্বরূপ- ইনি-ই হলেন সেই হিরন্যগর্ভ, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় বস্তুর সমষ্টিরূপ। এই অগ্নি হলেন সেই বিরাট পুরুষ, যিনি সর্বজগতের আদি, সৃষ্টির প্রথম অভিব্যক্তি এবং যাঁর থেকে এই জগৎ-প্রপঞ্চ অভিব্যক্ত হয়েছে। কি জাতীয় ও কতো সংখ্যক ইষ্টক সংগ্রহ করে যজ্ঞবেদী বা যজ্ঞকুণ্ড নির্মাণ করতে হবে এবং অগ্নিচয়নের বেদবিহিত পদ্ধতি বিষয়ে বর্ণনা করে কিভাবে এই অগ্নিবিদ্যারূপ যজ্ঞ সম্পাদন করতে হবে, সে বিষয়ে যমরাজ নচিকেতাকে বিস্তারিত উপদেশ প্রদান করলেন এবং নচিকেতা সে সমস্ত একাগ্র মনে শ্রবণপূর্ব্বক যথাযথভাবে পুনরাবৃত্তি করায় আচার্য্যরূপী যম সন্তুষ্ট হলেন।

এ প্রসঙ্গে বলি, এই যম- নচিকেতা সংবাদ যে কঠোপনিষদের অর্ন্তভূক্ত, তা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু বেদের সংহিতা ও ব্রাহ্মণে যজ্ঞ-সংক্রান্ত বিধিনিয়মের বর্ণনা থাকলেও বেদের অন্তভাগ উপনিষদে সরাসরি যজ্ঞের আলোচনা বা স্বর্গকামনায় যজ্ঞকর্মের বিধান প্রসঙ্গের অবতারনা সামান্য ব্যাখ্যার দাবী রাখে। বস্তুতঃপক্ষে এখানে যে স্বর্গলোকের কথা বলা হয়েছে তা

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 26: 2023-2024
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.18.00.03

সাধারণভাবে স্বর্গ বলতে যা বোঝানো হয়, তা নয় কারণ সেই স্বর্গে বাসকারী বা স্বর্গলাভকারী পুন্যাত্মা ব্যক্তিদের পুণ্য ক্ষয় হবার পরে তারা স্বর্গচ্যুত হন, এমনকি দেবতাগনের ক্ষেত্রেও সেরূপ ঘটে। কিন্তু এখানে এক অনন্তলোক বা অন্তহীন লোকের কথা বলা হয়েছে, যার বিনাশ নেই, সেই অনন্তলোক বা ব্রহ্মলোক প্রাপ্তির উপায় এই হিরণ্যগর্ভ অগ্নির উপাসনা যিনি বিরাটরূপে সর্বজগতের প্রতিষ্ঠাতা তথা ধারণকর্তা। জ্ঞানী ব্যক্তিই কেবল তাঁর হৃদয়কন্দরে নিহিত এই অগ্নিরূপ বিরাট পুরুষের প্রকৃত তত্ত্ব উপলব্ধি করতে পারেন – অর্থাৎ এই যে অগ্নিবিদ্যারূপ যজ্ঞকর্ম তা অন্যান্য যজ্ঞকর্মের ন্যায় সাধারণ যে কোন ব্যক্তির পক্ষে করা বিহিত নয় বা বলা ভালো সম্ভব-ও নয়, শুধুমাত্র জ্ঞানচর্চায় পারঙ্গম ব্যক্তি, যিনি তাঁর বুদ্ধির অভ্যন্তরে অন্তঃস্যূতভাবে বিরাজমান এই অগ্নিকে সেই ব্রহ্মলোক প্রাপ্তির উপায়রূপে উপলব্ধি করবেন এবং তারপরে বৈদিক বিধি অনুসরণে যজ্ঞাচার সম্পন্ন করবেন-তাঁর পক্ষেই ঐ ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত করা সম্ভব হবে – অর্থাৎ শুধু যজ্ঞানুষ্ঠান বা কর্ম নয়, এখানে জ্ঞানপ্রাপ্তিও সমানভাবে আবশ্যক।

পরবর্তী মন্ত্রে যমদেব এই জ্ঞানের আবশ্যকতাকে আরো স্পষ্ট করে বলেছেন যে এই অগ্নিবিদ্যারূপ যজ্ঞে প্রয়োজনীয় ইষ্টকের স্বরূপ, সংখ্যা ও তা সজ্জিত করার পদ্ধতি ও বিধি বিষয়ে জ্ঞাত হওয়াই যথেষ্ট নয়, অগ্নিকে আত্মস্বরূপে বিশেষভাবে জানতে হবে অর্থাৎ সেই অগ্নিরূপী শুদ্ধ-জ্যোতিঃস্বরূপ হিরন্যগর্ভ, সমস্ত জীবের বুদ্ধিতে যিনি স্থিত হয়ে আছেন সেই তিনি যে আমার অভ্যন্তরে-ও প্রচ্ছন্নভাবে বিরাজমান, এই বোধ বা সম্যক উপলব্ধি পূর্বক তিনবার ঐ অগ্নি-চয়নের মাধ্যমে ব্যক্তি কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহের সাংসারিক বন্ধন ছিন্ন করে জীবৎকালেই তার দেহে ব্রহ্মভাবে অনুভব করেন এবং দুঃখ-শোক অতিক্রম করে স্বর্গলোকের অমৃতানন্দে বিলীন হন।

বৈদিক ভাবনায় যজ্ঞকে, মহাজাগতিক সৃষ্টি তথা প্রকৃতির চক্রাকার আবর্তনের মূলরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। আরো স্পষ্টভাবে বলা যায়, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রকাশ – এ সমস্তই সম্ভব হয় যজ্ঞের ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। ঋগ্বেদে এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে যজ্ঞরূপী এক বিশাল দেবতার মর্ত্যে আবির্ভাব কল্পিত হয়েছে যাঁর চারটি শৃঙ্গ, তিনটি পাদ, দুটি মস্তক, সপ্ত হস্ত, তিনটি বন্ধনরজ্জু এবং তিনি বৃষভের ন্যায় ভয়ংকর শব্দকারী –

"চত্বারি শৃঙ্গা ত্রয়ো অস্য পাদা দ্বে শীর্ষে সপ্ত হস্তাসো অস্য। ত্রিধা বদ্ধো বৃষভো
রোরবীতি মহো দেবো মর্ত্যাঁ আ বিবেশ ।।" [১৭]

উপরে বর্ণিত দেবতার রূপ বা বৈশিষ্ট্যের তাৎপর্য্য প্রকাশ করে বলা যায় যজ্ঞীয় অগ্নির চারটি শৃঙ্গ হলো পূর্বে উল্লিখিত হোতা আদি চার ঋত্বিকের কর্ম; ত্রিসন্ধ্যায় অর্থাৎ প্রাতঃসবন, মাধ্যন্দিনসবন ও তৃতীয় সবনে সোমরসের তিনবার আহুতি প্রদান হলো তাঁর তিনটি পা; যজমান ও যজমান-পত্নী হলেন তাঁর দুই মাথা। তাঁর সাতটি হাত হলো গায়ত্রী প্রভৃতি সাতটি ছন্দ এবং

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 26: 2023-2024
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.18.00.03

ঋক্, সাম এবং যজুঃ এই বেদত্রয় তাঁর তিনটি বন্ধন। প্রশ্ন হতে পারে বেদ প্রসঙ্গে সাধারণভাবে ঋক্, সাম, যজু ও অথর্ব – এই চতুর্বেদের কথাই বলা হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে কেন এস্থলে অথর্ব বেদের উল্লেখ করা হলো না ? সম্ভাব্য উত্তর হতে পারে, বেদকে বহু সময় 'ত্রয়ী বিদ্যা' বলা হয়ে থাকে এবং সেই বেদগুলি-ই এর অন্তর্ভুক্ত যেগুলির সাথে যজ্ঞের সম্বন্ধ আছে। অথর্ববেদ যজ্ঞকর্মের সাথে সম্পর্কিত না হওয়ায় তাকে ত্রয়ী বিদ্যার অন্তর্গত করা হয় নি। কিন্তু এই মতের বিপরীত পক্ষে বলা যায় যে প্রসিদ্ধ চারটি বেদ-ই যে ত্রয়ী বিদ্যার অন্তর্ভূক্ত এমন বর্ণনা মহাভারতে পাওয়া যায় –

"ত্রয়ীবিদ্যামবক্ষেত বেদোযুক্তামথাঙ্গতঃ।
ঋকসামবর্ণাক্ষরতো যজুষোহথর্বণস্তথা" ১৮

বস্তুতপক্ষে এই 'ত্রয়ীবিদ্যা' বলতে জ্ঞান, কর্ম ও উপাসনার কথাও বলা হয়েছে যার বর্ণনা চার বেদেই বর্তমান। তবে যজ্ঞ প্রসঙ্গে প্রথম তিন বেদ-ই তার বন্ধনস্বরূপ। তাঁকে 'বৃষভ' রূপে কল্পনা করা হয়েছে, যিনি অপরিমেয় বল বা শক্তির অধিকারী। বৈদিক মন্ত্রে 'বৃষভ' শব্দের দ্বারা কাম্য বিষয় বর্ষণকারী বা অভীষ্টপূরণকারী দেবতা বা ইন্দ্রকেই বোঝানো হয়ে থাকে এবং তাঁর সশব্দ উপস্থিতি ঘোষিত হয় যজ্ঞে উচ্চারিত শস্ত্র ও স্তোত্র মন্ত্র পাঠের দ্বারা। যে সমস্ত মন্ত্র গীত হয় তার পাঠ স্তোত্র এবং গান-বিযুক্ত মন্ত্রপাঠ শস্ত্র নামে অভিহিত হয়ে থাকে। ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তে এই মহান পুরুষের মধ্যে সমস্ত প্রাণীর অসংখ্য মস্তক, অসংখ্য চক্ষু, অসংখ্য চরণ স্থিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে, যে কারণবশতঃ তাঁকে সর্বজ্ঞ, সর্বদ্রষ্টা, সহস্রশীর্ষা, সহস্রাক্ষ ও সহস্রপাদরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি সমগ্র চরাচর ব্যাপ্ত করে, পঞ্চস্থূলভূত ও পঞ্চসূক্ষ্মভূত সম্পন্ন এই জগৎকে ব্যাপ্ত করে দশ অঙ্গুলি পরিমাণ অতিরিক্ত হয়ে বিরাজমান –

"সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাহত্যাতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্।।" ১৯

এই সৃষ্টিকে যজ্ঞরূপে গ্রহণ করে বলা হয়েছে যে বিদ্বান ব্যক্তি বা দেবতাগণ যখন সেই পরমপুরুষকে হব্যরূপে গ্রহণ করে, সৃষ্টি রচনারূপ যজ্ঞকে বিস্তারিত করেন, তখন সেই যজ্ঞে ঘৃত হয় বসন্ত ঋতু, সমিধ বা যজ্ঞকাষ্ঠ হয় গ্রীষ্ম ঋতু এবং হবি বা হব্য হয় শরৎ ঋতু –

"যৎ পুরুষেণ হবিষা দেবা যজ্ঞমতন্বত।
বসন্তো অস্যাসীদাজ্যং গ্রীষ্ম ইধ্মঃ শরদ্ধবিঃ।।" ২০

আরো বলা হয়েছে যিনি সর্বাগ্রে বা সকলের আগে জন্মগ্রহণ করলেন, তাঁকেই যজ্ঞীয় পশু স্বরূপে বহ্নিতে আহুতি প্রদান করা হলো এবং দেবতাগণ ও ঋষিগণ তাঁর দ্বারা যজ্ঞ অনুষ্ঠান করলেন। এই যজ্ঞ থেকেই ঋক, সাম, যজুঃ থেকে আরম্ভ করে ঘোটক, গাভী, ছাগ ও অন্যান্য পশু,

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.18.00.03

পুরুষের বিভিন্ন খণ্ড থেকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়াদি কেবল নয়, সূর্য্য, চন্দ্র, ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, স্বর্গ, ভূমি, দিক, ভুবন প্রভৃতি সমস্তই নির্মিত হলো। অর্থাৎ সেই মহান পুরুষ বলিরূপে প্রদত্ত হয়ে বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করলেন। এই যে আত্মত্যাগ, যিনি স্বয়ং যজ্ঞ হয়ে যজ্ঞের আহুতিরূপে প্রদত্ত হলেন দেবতাগণের দ্বারা – এটিই সম্ভবতঃ বিশ্বধাতার প্রাচীনতম যজ্ঞানুষ্ঠান বা ধর্মানুষ্ঠান যেখানে সতত নিরবচ্ছিন্ন আত্মহোমের বহ্নি প্রজ্জ্বলমান হল। এ প্রসঙ্গে ঋগ্বেদে বলা হয়েছে –

"যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবাস্তানি ধর্মাণি প্রথমান্যাসন।
তে হ নাকং মহিমানঃ সচন্ত যত্র পূর্বে সাধ্যাঃ সন্তি দেবাঃ।।" [২১]

অন্যত্র এই ভাবনা প্রকাশ করে বলা হয়েছে নিয়ত পরিবর্তনশীল পঞ্চ অর বিশিষ্ট চক্রে সমস্ত ভুবন বিলীন রয়েছে, যার অক্ষ প্রভূত ভার বহন করেও কখনো ক্লান্ত হয় না এবং এর নাভি কখনো শীর্ণ হয় না – সমান নেমি বিশিষ্ট জরারহিত এই কালচক্র নিরন্তর আবর্তিত হয়ে চলেছে–

"পঞ্চারে চক্রে পরিবর্তমানে তস্মিন্না তস্থুর্ভুবনানি বিশ্বা।
তস্য ন্যক্ষস্তপ্যতে ভূরিভারঃ সনাদেব ন শীর্যতে সনাভিঃ।।" [২২]

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা প্রয়োজন সেই বিরাট পুরুষের তপস্যার মাধ্যমে যজ্ঞকে প্রাপ্ত হয়ে স্বয়ং নিজেকে ঐ যজ্ঞের অগ্নিতে আহুতি দেবার এই আত্মযজ্ঞের কারণ সম্ভবতঃ তাঁর নিঃসঙ্গ একাকীত্বের বাঁধন ছিন্ন করে এক থেকে বহু হবার ইচ্ছা – *"একোহহং বহু স্যাম"*। সৃষ্টির আনন্দে স্রষ্টা যখন যজ্ঞে আত্মাহুতি দেন এবং আপন সৃষ্টিকার্য্যের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয়ে পরমানন্দ লাভ করেন তখন তা অমৃত যজ্ঞে পরিণত হয়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও সৃষ্টির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে যজ্ঞ কল্পনা করে বলা হয়েছে যে প্রজাপতি ব্রহ্মা কল্পের সূচনায় যজ্ঞসহ প্রজা বা মানুষকে রচনা করে তাঁদের বললেন তোমরা এই যজ্ঞ দ্বারা উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ হও এবং এই যজ্ঞ তোমাদের সমস্ত অভীষ্ট পূর্ণ করুক। দেবতাগণ তোমাদের এই যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রীত হয়ে তোমাদের প্রীতিসাধন করবেন এবং এইভাবেই পারস্পরিক প্রীতি সম্পাদনের মাধ্যমে তোমরা পরম মঙ্গল লাভ করবে–

"সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোহস্ত্বিষ্টকামধুক্।।"
"এবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়স্ত বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমাবাস্পথ।।" [২৩]

যজ্ঞকথা গ্রন্থে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী পুরুষযজ্ঞের দার্শনিক প্রেক্ষিতটি উল্লেখ করে বলেছেন – মানুষের জীবন একপক্ষে পশুর জীবন ... বিশ্বহিতার্থে নিযুক্ত আপন দেহকে পুরুষ যজ্ঞ

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 26: 2023-2024
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.18.00.03

সম্পাদনে সমর্থ রাখিবার উপায়রূপে মনে করিলে কর্মটা পাশবিকতার স্তর হইতে একেবারে মানবিকতার স্তরে উঠিয়া পড়ে।[২৪]

যজ্ঞকর্ম বা যজ্ঞানুষ্ঠান বৈদিক সমাজের প্রাত্যহিক জীবনের সাথে জড়িত ছিল। কিছু যজ্ঞ নিত্যকর্মরূপে বিবেচিত হতো যেগুলি অবশ্যকর্তব্য এবং না সম্পন্ন করলে প্রত্যবায় বা পাপ উৎপন্ন হয়, যার ফল নিশ্চিতভাবেই কর্তাকে ভোগ করতে হয়। অন্যপক্ষে কাম্যকর্ম্ম হলো যেখানে বিশেষ কোন ফলের আকাঙ্খায় বা ঈপ্সিত অর্থের প্রাপ্তির জন্যে কোন যজ্ঞকর্ম অনুষ্ঠান করা হয়। বৈদিক যজ্ঞ মূলতঃ পাঁচ প্রকার হোম, ইষ্টি, পশু, সোম ও সত্র। হোমযাগে প্রভাতে সূর্য্যের উদ্দেশ্যে এবং সন্ধ্যাকালে অগ্নির উদ্দেশ্যে মন্ত্রপাঠ ও আহুতি প্রদান করতে হয় আহুতির উপকরণ হল দুগ্ধ, দধি, পুরোডাশ প্রভৃতি।

হোম যাগের প্রকৃতি বা প্রধান যাগ হলো অগ্নিহোত্র। বৈদিক বিধি অনুসারে যা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পক্ষে প্রতিদিন অবশ্যকর্তব্য এবং ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই যাগ পুরোহিত বা ঋত্বিক দ্বারা করানোর সম্মতিলাভ করলেও ব্রাহ্মণের ক্ষেত্রে পত্নীসহ যাবজ্জীবন প্রতিদিন স্বয়ং এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা কর্তব্যরূপে নির্দিষ্ট ছিল এবং জরাভারে অশক্ত বা অসুস্থতাবশতঃ ঐ ক্রিয়ায় অসমর্থ হলে পুত্র বা পৌত্র এবং অপুত্রক হলে পুরোহিত দ্বারা যজ্ঞ সম্পন্ন করার বিধান থাকলেও পূর্ণিমা ও অমাবস্যার দিন স্বয়ং ঐ কার্য্যের প্রযত্ন করতে হবে – এমনই বিহিত হয়েছে। বিপত্নীক ব্রাহ্মণ পুনরায় বিবাহ না করলে শ্রদ্ধাকে পত্নী কল্পনা করে অগ্নিহোত্র যজ্ঞ সম্পন্ন করবেন।

ইষ্টি জাতীয় যাগের প্রধান যাগ হল দর্শপৌর্ণমাস। আজীবন বা ন্যূনতম ত্রিশ বছর প্রতি দর্শ অর্থাৎ অমাবস্যায় এবং পৌর্ণমাস বা পূর্ণিমায় এই যাগানুষ্ঠান কর্তব্য। এটি নিত্যকর্ম্ম হলেও বহুক্ষেত্রে কোন ইষ্টসাধন বা কাম্যবস্তুলাভের আশায় বিভিন্ন ইষ্টিযাগ করা হয়ে থাকে – যেমন, পুত্র কামনায় 'পুত্রেষ্টি' বা খরা বিধ্বস্ত অঞ্চলে বৃষ্টির প্রার্থনায় 'কারীরি ইষ্টি' প্রভৃতি।

পশুযাগ সাধারণভাবে প্রতি বছর বর্ষাকালে অথবা প্রয়োজন অনুসারে বছরে দু'বার বা সর্বাধিক ছ'বার অনুষ্ঠান করা যেতে পারে, যেখানে আহুতিরূপে পশুর হৃদ্‌পিণ্ড, মেদ ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

সোমযাগের প্রধান যাগ হলো অগ্নিষ্টোম বা জ্যোতিষ্টোম, যে অনুষ্ঠানে সোমলতার রস আহুতি দেওয়া হয় এবং এই বিরল জাতির লতার অভাবে 'পূতিকা' নামক লতা ব্যবহারের বিধান ছিল। সত্রযাগ সোমযাগের-ই একটি রূপ, যার প্রকৃতি বা প্রধান যাগ হলো 'গবাময়ন' নামক যজ্ঞ। সামবেদের পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণে ভিন্ন ভিন্ন যজ্ঞকাল এবং সেগুলি সম্পন্ন করার নিয়ম-বিধি প্রসঙ্গ বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে।

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 26: 2023-2024
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.18.00.03

বৈদিক সভ্যতায় ব্যক্তির জীবনচর্য্যায় এক অনিবার্য্য সম্বন্ধে জড়িয়ে আছে যজ্ঞকর্মের অনুষ্ঠান - শুধুমাত্র অভীষ্ট প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে নয়, আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতা লাভের মাধ্যমরূপেও বটে। সেই পরম চেতনার সাথে যোগসূত্র রচনা করে ব্যক্তিকে পারমার্থিক চেতনা সম্পন্ন করে তোলে যজ্ঞরূপে এই ধর্মীয় আচার। শ্রুতি অনুসারে কিছু যজ্ঞ ব্যক্তিকে আজীবন সম্পন্ন করতে হয়। সেক্ষেত্রে ভারতীয় দর্শন ভাবনায় পরম পুরুষার্থরূপে স্বীকৃত 'মোক্ষ' লাভের সম্ভাবনা বিষয়ে একটি আশংকার উদ্ভব হয়ে থাকে। বিচারটি আকর্ষণীয় হওয়ার কারণে সামান্য বিস্তারে আলোচনা করা হল।

শ্রুতিতে বলা হয়েছে ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করা মাত্রই তিনটি ঋণে আবদ্ধ হয়ে থাকে, যার অন্যতম দেবঋণ। মানুষের ভাগ্যবিধাতা হওয়ার কারণে ব্যক্তিকে দেবগণের কাছে ঋণবদ্ধ থাকতে হয়, যা থেকে মুক্ত হবার জন্য তাকে নানাবিধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান, যেমন – অগ্নিহোত্র, দর্শ, পৌর্ণমাস্য প্রভৃতি সম্পন্ন করতে হয় অর্থাৎ এই সমস্ত যজ্ঞ সম্পাদনের মাধ্যমে দেবতাগণকে হব্য প্রদানের দ্বারা দেবঋণ থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব। এই অনুষ্ঠান যথাযথভাবে সম্পন্ন করা না হলে ব্যক্তির প্রত্যবায় ঘটে। কি জাতীয় প্রত্যবায় হয়, সে প্রসঙ্গে মুণ্ডক উপনিষদে বলা হয়েছে-

যস্যাগ্নিহোত্রম্ অদর্শমপৌর্নমাসম অচাতুর্মাস্যমাগ্রয়ণম্ অতিথিবর্জিতঞ্চ।
অহুতমবৈদেবমবিধিনা লুতমাসপ্তমাংস্তস্য লোকান্ হিনস্তি।।[২৫]

অর্থাৎ যার অগ্নিহোত্র যজ্ঞ, দর্শ ও পূর্ণমাস যাগবিরহিত, আগ্রয়ণ কর্মবর্জিত, যাতে অতিথি সেবা নেই, যাতে যথাযথ কালে হোমক্রিয়া ও বৈশ্বদেব কর্ম অনুষ্ঠিত হয় না – অবিধিপূর্বক আহুত সেই অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ যজমানের সপ্তলোক- কে বিনষ্ট করে দেয়।

অতএব দেব ঋণ অবশ্য পরিশোধ্য। এখন এই দেবঋণের সাথে মোক্ষ সাধক উপায়গুলির বিরোধ কোথায় তা ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, এই অগ্নিহোত্র, দর্শ, পৌর্ণমাস্য নামক যজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে মৃত্যু পর্যন্ত অবশ্যপালনীয় – একমাত্র জরা বা বার্ধক্যবশতঃ কেউ যদি অত্যন্ত অশক্ত হয়ে পড়ে, তাহলেই সে ঐ কর্তব্য থেকে মুক্ত হতে পারে –

"জরামর্য্যং বা এত্য সত্রং যদগ্নিহোত্রং দর্শপূর্ণমাসৌ চে" তি, "জরয়া হবা এষ
তস্মাৎ সত্রাদ্বিমুচ্যতে মৃত্যুনা হবেতি" [২৬]

যদি তা হয়, তাহলে দেব ঋণ থেকে মুক্তিলাভের জন্য আমৃত্যু যজ্ঞ সম্পাদনকারী ব্যক্তির পক্ষে কখনোই মোক্ষসাধনে প্রবৃত্ত হওয়া সম্ভব হবে না এবং যদি সে ঐ ঋণ পরিশোধ না করে মোক্ষলাভের নিমিত্ত শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনের প্রচেষ্টায় রত হয় তাহলে তার অধোগতি ঘটবে। আবার জরাবশতঃ যদি ব্যক্তি ঐ কর্তব্য পালনে অপারগ হয়, তাহলে সেই সময় মোক্ষ সাধক অনুষ্ঠান করাও তার পক্ষে অসম্ভব হবে।

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 26: 2023-2024
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.18.00.03

ন্যায়দর্শনে সূত্রকার মহর্ষি গৌতম ও ভাষ্যকার আচার্য্য বাৎস্যায়ন উপরোক্ত বক্তব্য খণ্ডনপূর্বক মোক্ষ যে সম্ভব বা মোক্ষ সাধক অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হওয়ার মধ্যে কোন অসম্ভবতা নেই, তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁদের বক্তব্য হল জন্মগ্রহণমাত্রই যে ব্যক্তি ত্রয়ী ঋণে আবদ্ধ হয়, যে ঋণ তাকে নানাবিধ কর্মের মাধ্যমে পরিশোধের প্রচেষ্টা করতে হবে, এই বিধানের সমর্থক যে শ্রুতিবাক্য –

"জায়মান হবৈ ব্রাহ্মণস্ত্রিভি ঋণৈঃ ঋণ বা জায়তে ব্রহ্মচর্য্যেণ ঋষিভ্যো যজ্ঞেন দেবেভ্যঃ প্রজয়া পিতৃভ্যঃ" [২৭]

তার অন্তর্গত 'জায়মান' শব্দটি যথাশ্রুত অর্থে গ্রহণ না করে গৌণ অর্থে বুঝতে হবে। 'জায়মান' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ সদ্যোজাত শিশু এবং এই অর্থ স্বীকারে সদ্যোজাত শিশুর ক্ষেত্রে তিনটি ঋণের প্রসঙ্গ ও তা থেকে মুক্তির কথা স্বীকার করতে হবে কিন্তু কোন শিশুর পক্ষে গুরুগৃহে বেদ পাঠের মাধ্যমে ব্রহ্মচর্য্য পালন দ্বারা ঋষিঋণ থেকে বা গার্হস্থ্য ধর্ম পালনপূর্বক পুত্র উৎপাদনের মাধ্যমে পিতৃঋণ থেকে মুক্ত হওয়া অবাস্তব বিষয়। এমনকি দেবঋণ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যে কোন রূপ যজ্ঞ অনুষ্ঠান সম্পাদনেও সে অপারগ। অতএব 'জায়মান' শব্দের গৌণ অর্থই এখানে গ্রাহ্য। ন্যায়ভাষ্যকার বাৎস্যায়নের মতে এই গৌণ অর্থটি, যে ব্যক্তি ব্রহ্মচর্য্য সমাপ্ত করে গার্হস্থ্য জীবন যাপনে ব্রতী হয়েছে তার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তাছাড়া বেদের মন্ত্র ও ব্রাহ্মণে অগ্নিহোত্রাদি যে সমস্ত যজ্ঞ কর্মের কথা বলা হয়েছে, সেগুলিকে গার্হস্থ্য লিঙ্গযুক্তরূপে অভিহিত করা হয়েছে। 'গৃহ' শব্দের অর্থ বা গার্হস্থ্যের লক্ষণ হলো গৃহিণী বা পত্নী। বস্তুতঃ পতির যজ্ঞকর্মের সঙ্গে শাস্ত্রনির্দিষ্ট বিশেষ সম্বন্ধ থাকায় তাকে পত্নী বলা হয়ে থাকে –

"পত্যুর্ণো যজ্ঞসংযোগে" [২৮]

অতএব ব্যক্তি একমাত্র বিবাহের মাধ্যমেই 'গৃহস্থ' পদবাচ্য হতে পারে এবং অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞে এমন কিছু নির্দিষ্ট কর্তব্য আছে, যা গৃহস্থের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। অতএব যাঁরা ব্রহ্মচর্য্যপালনকারী তাঁরা গৃহস্থজীবনে প্রবেশের পূর্বে, যিনি যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য্য পালনে মনস্থ করেছেন অথবা যিনি কামনা-বাসনা সম্বলিত সংসার জীবনে নিজেকে আবদ্ধ না করে, বৈরাগ্যবশতঃ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম থেকেই সন্ন্যাসগ্রহণ করেছেন, তাঁরা স্বাভাবিকভাবেই অপবর্গসাধক অনুষ্ঠানগুলি সম্পন্ন করে মোক্ষের পথে অগ্রসর হতে পারেন। আবার গৃহস্থের পক্ষেও অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞকর্ম্ম থেকে বিযুক্ত হয়ে যে মোক্ষসাধক অনুষ্ঠানের প্রযত্ন এবং আর ফলস্বরূপ মোক্ষলাভ করা সম্ভব – এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে আচার্য বাৎস্যায়ন একটি শ্রুতিবাক্যের উল্লেখ করে বলেছেন –

"অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ স্বর্গকামঃ" [২৯]

অর্থাৎ অগ্নিহোত্র যজ্ঞের ফল স্বর্গপ্রাপ্তি। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই যে ব্যক্তির স্বর্গকামনা আছে তিনিই ঐ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করবেন। মোক্ষকামী ব্যক্তির যেহেতু ঐ জাতীয় যাবতীয় কামনার অবসান

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.18.00.03

হয়েছে, তাই তাঁর ঐরূপ যজ্ঞ সম্পাদনের কোন আবশ্যকতা না থাকায় তিনি অনায়াসে মোক্ষসাধক অনুষ্ঠানগুলি সম্পন্ন করতে পারেন। অতএব মোক্ষ গৃহস্থের পক্ষেও সম্ভব। এই প্রসঙ্গে আশংকা হতে পারে যে কাম্য অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞের ফল স্বর্গপ্রাপ্তি কিন্তু যাবজ্জীবন কর্তব্যরূপে বিহিত যে নিত্য অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞের ফল, তা স্বর্গলাভ এমন স্বীকার করা যায় না। বস্তুতঃপক্ষে বিভিন্ন যে যজ্ঞকর্ম আছে, তার মধ্যে কিছু কাম্য এবং অন্য কিছু নিত্য। কাম্যকর্ম গৃহস্থের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করে যে তিনি কোন বিশেষ ফলের কামনায় উপযোগী কাম্যকর্মটি আদৌ করবেন কিনা কিন্তু নিত্যকর্ম তো অবশ্যকর্তব্য যা সম্পাদন না করলে প্রত্যবায় হবে। সুতরাং নিত্য-কর্মের অন্তর্ভুক্ত অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ গৃহস্থের পক্ষে আজীবন সম্পাদন কর্তব্য হওয়ায় তার পক্ষে মোক্ষসাধকের অনুষ্ঠান করা সম্ভব হবে না।

উপরোক্ত আপত্তির সমাধানে ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন বলেছেন, আলোচ্য শ্রুতিবাক্য – *"জরামর্য্যং বা"* ইত্যাদির অন্তে যে *"জরয়া হ বা এষ এতস্মাদ্বিমুচ্যতে"* বিবৃতিটি দেওয়া হয়েছে, যেখানে জরার দ্বারা গৃহস্থ দ্বিজ যে ঐ যজ্ঞ থেকে মুক্ত হতে পারেন, সেকথা বলা হয়েছে। এই 'জরা' শব্দের দ্বারা আয়ু বা ব্যক্তির জীবন-কালের চতুর্থ পর্যায়ের কথা উল্লিখিত হয়েছে। অর্থাৎ বৈদিক সমাজে ব্যক্তির সমগ্র জীবনে চারটি পর্য্যায়ে ভাগ করা হতো, যা চতুরাশ্রম নামে প্রসিদ্ধ ছিল, তার শেষ দুটি হল বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। কোন কোন গৃহস্থ সন্ন্যাস আশ্রমে প্রবেশ না করে আমৃত্যু বানপ্রস্থাশ্রমে থেকে যান – তাঁদের পক্ষে আমৃত্যু নিত্যকর্ম পালন করা অবশ্যকর্ত্তব্য হলেও যাঁরা তৃতীয় পর্যায় অর্থাৎ সন্ন্যাস আশ্রমে প্রবেশ করেন তাঁরা সাথে সাথেই নিত্য কর্মের কর্ত্তব্য থেকে অব্যাহতি লাভ করেন ফলে ঐ আশ্রমে তাঁদের মোক্ষসাধক অনুষ্ঠানের প্রয়াসে কোন বাধা থাকে না।

ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে শঙ্করাচার্য বলেছেন ধর্মজ্ঞানের ফল হল অভ্যুদয় অর্থাৎ স্বর্গাদি বিষয় সুখ যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান সম্পাদনের মাধ্যমেই প্রাপ্ত করা সম্ভব, তা অন্য কোন অনুষ্ঠানের অপেক্ষা করে না। অতএব ধর্ম জিজ্ঞাসা এবং ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা সম্পুর্ন ভিন্ন দুটি প্রসঙ্গ এমনো নয়, যে ব্যক্তির পূর্বে ধর্মজিজ্ঞাসা হয়েছে তারই পরে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা হয়ে থাকে বা এই রূপই কর্তব্য। বস্তুতঃপক্ষে ধর্মজিজ্ঞাসা ও ব্রহ্মজিজ্ঞাসার কর্তা একই ব্যক্তি নন, যেহেতু এই দুটি জিজ্ঞাসার মধ্যে 'শেষ শেষি ভাব' বা 'অধিকৃতাধিকার ভাব' থাকে না। অর্থাৎ ব্রহ্ম জ্ঞান লাভের জন্য যজ্ঞাদি কর্মানুষ্ঠান কর্তব্য এমন কোন বিধি নেই, বরং শ্রুতি অনুসারে ব্যক্তি ব্রহ্মচর্যাশ্রম থেকেই গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবেশ না করেই সন্ন্যাস গ্রহন করবে "ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ"[৩০] অথবা যখনই জীবের বৈরাগ্যভাব হবে তখনই সে সন্ন্যাস গ্রহন করবে "যদহরের বিরজেৎ তদহরের প্রব্রজেৎ"[৩১] এমনই বিহিত হয়েছে।

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 26: 2023-2024
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.18.00.03

বৃহদারণ্যক উপনিষদেও এই বক্তব্য প্রাপ্ত হয় যে সেই পরম আত্মাবিষয়ে ব্রহ্মণগণ যখন অবগত-হন, তখন তাঁরা পুত্র কামনা, বিত্তকামনা এবং স্বর্গাদি লোকের আকাঙ্খা সর্বতোভাবে ত্যাগ করে সন্ন্যাসাশ্রম বা ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করেন- "*এতং বৈ তমানানং বিদিত্বা ব্রাহ্মণাঃ পুত্রেষণায়াশ্চ বিত্তৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চ ব্য... অথ ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তি*"[৩২] অতএব সন্ন্যাস আশ্রমে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা অতিরিক্ত কোন কামনা বা প্রয়োজন না থাকায় নিত্যকর্ম সম্পাদন বিহিত নয়। তৈত্তিরীয়ক শ্রুতি আরও এক ধাপ অগ্রসর হয়ে অমৃতত্ত্বকামী ব্যক্তিকে সর্বকর্ম ত্যাগের উপদেশ প্রদান করে বলেছে এই অমৃতত্ত্ব যজ্ঞকর্মের দ্বারা বংশ বা পুত্রকন্যার দ্বারা অথবা ধনসম্পদের দ্বারা প্রাপ্ত হয় না বরং উপরোক্ত বিষয়গুলি ত্যাগের মাধ্যমে শুধুমাত্র আত্মজ্ঞানের দ্বারাই লাভ করা সম্ভব- "*ন কর্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেন একে অমৃতত্ব মানশুঃ*"[৩৩]

পরিবেশ তথা প্রকৃতির সাথে মানুষের নিবিড় আত্মীয়তার যে ভাবনা বৈদিক যুগে পরিলক্ষিত হয়, সেখানে যজ্ঞ অনুষ্ঠানের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। বস্তুত পক্ষে সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকেই প্রকৃতির শক্তিরূপে যাদের দেখা যায় তাদেরকেই দেবতারূপে স্বীকার ও প্রশস্তি করা হয়েছে। উপলব্ধি করেছে, যাবতীয় সত্তা আবশ্যিকভাবে স্বতঃমূল্যবান এবং বাস্তুতন্ত্রের সদস্যরূপে পরস্পর পরস্পরের ওপর সর্বতোভাবে নির্ভরশীল। অতএব পরিবার-সম এই পরিবেশের সর্বাধিক চেতন মাত্রা সম্পন্ন মানুষকেই পরিবেশের সুস্বাস্থ্য ও ভারসাম্য বজায় রাখার দায়িত্বগ্রহণ করতে হবে। বৈদিক মন্ত্রেও সহ অধিবাসী প্রতিটি অস্তিত্বের সাথে মানুষের কি জাতীয় আচরণ কর্তব্য সে প্রসঙ্গে সুস্পষ্ট উপদেশ প্রদান করে বলা হয়েছে –

"ওঁ ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ ধনম্।।" [৩৪]

অর্থাৎ এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডে যে চরচরাত্মক জগৎ বিদ্যমান, যা কিছু দৃশ্যমান ও শ্রায়মান, তা সব-ই সেই সচ্চিদানন্দ, পরব্রহ্ম পরমেশ্বরের দ্বারা ব্যাপ্ত, তাঁর দ্বারাই আচ্ছন্ন, তাই তিনি যতটুকু প্রদান করেছেন বা ত্যাগ করেছেন, ততটুকুতেই ব্যক্তির অধিকার সেটুকুই সে ভোগ করতে পারে। তারপক্ষে তাই ধর্ম্ম। সেই কারণে কখনোই অন্যের সম্পদে লোভ করা উচিত নয়। অতএব ত্যাগের মাধ্যমে ভোগ করাই অবশ্যকর্তব্য, যার মধ্যে দিয়ে ব্যবহারিক ও আধ্যাত্মিক উভয় প্রেক্ষিতেই এক সুসমন্বিত সংযত জীবনচর্য্যা পালিত হবে। যে ব্যক্তি সমস্ত পদার্থকে একাই ভোগ করার কথা ভাবে সে কেবল পাপ-কেই ভোগ করে –

"মোঘমন্নং বিন্দতে অপ্রচেতাঃ
নার্যমণং পুষ্যতি নো সখায়াং
কেবলাঘো ভবতি কেবলাদী" [৩৫]

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 26: 2023-2024
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.18.00.03

এই যে ত্যাগের ভাবনা তা 'যজ্ঞ' এর ধারণার সাথে ওতোপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত। 'যজ্ঞ' পদটির একটি প্রসিদ্ধ অর্থ ত্যাগ এবং যজ্ঞানুষ্ঠানে দেবতার উদ্দেশ্যে যে আহুতি প্রদান করা হয় তা কোন না কোন দ্রব্য ত্যাগ। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, যজ্ঞে যে দ্রব্য ত্যাগ বা উৎসর্গ করা হয় তা কিন্তু প্রিয় হওয়া আবশ্যক। কারণ যা অপ্রিয়, তা স্বতঃই ত্যক্ত বা ত্যাগের যোগ্য হওয়ায় সেটিকে পুনরায় বা নতুন করে ত্যাগ করার প্রয়োজন হয় না। যজ্ঞের তাৎপর্য্য হলো অন্তর থেকে লোভ, মোহ, ভোগ বাসনার অবসান ঘটিয়ে চিত্তশুদ্ধির পথে অগ্রসর হওয়া এবং তা সম্ভব কাম্য তথা প্রিয় বিষয়ের প্রতি ভোগের পরিবর্তে ত্যাগের মানসিকতার দ্বারা। এই যে ত্যাগের অভ্যাস বা প্রবণতা সেটি ধীরে ধীরে ব্যক্তিকে আধ্যাত্মিকভাবে উন্নীত করে, তার আধার ক্রমশ শুদ্ধ হয়ে বিস্তৃত হয় এবং হৃদয় প্রসারিত হয়। ত্যাগের মাহাত্ম্য ব্যক্তির মধ্যে একত্বের অনুভূতি জাগিয়ে তোলে, সে সমস্ত ভূতকে পরমাত্মার মধ্যে অবলোকন করে এবং সর্বভূতের মধ্যে নিজেকে দর্শন করে। ফলতঃ তার মধ্যে লোভ, পরশ্রীকাতরতা, হিংসা, কপটতা উদ্ভূত হওয়ার অবকাশ না থাকায় পারস্পরিক ধর্মগত, সম্প্রদায়গত, প্রজাতিগত বিদ্বেষভাবনার অবসান ঘটে ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের মধ্যে দিয়ে এক সুস্থ, স্বস্থ সমাজ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে, যেখানে পরস্পরের প্রতি থাকে অনাবিল মৈত্রী ভাবনা –

"যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ন ততো
বিজুগুপ্সতে" [৩৬]

প্রসঙ্গতঃ এই 'ত্যাগ' কখনোই কর্মের সাথে যুক্ত করে কর্মত্যাগের কথা ভাবা যাবে না কারণ কর্ম্মও ঈশ্বর নির্দিষ্ট হওয়ায় তা অবশ্য-কর্তব্য। সেই পরমেশ্বর-ই সর্বত্র ব্যাপ্ত - এই সত্য সদা সর্বদা হৃদয়ে ধারণপূর্ব্বক কর্ম করে শত বছর ইহলোকে জীবিত থাকার ইচ্ছে করা প্রয়োজন কারণ এর কোন ব্যতিক্রম নেই অর্থাৎ ব্যক্তি কর্মে নিযুক্ত হবে না, এমন পথ নেই –

"কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম লিপ্যতে নরে।।।" [৩৭]

বৈদিক সাহিত্যের বিভিন্ন ব্রাহ্মণে, তৈত্তিরীয় আরণ্যকে, বিভিন্ন ধর্মসূত্রে মনুস্মৃতিতে পঞ্চ মহাযজ্ঞের তাৎপর্য্য ও পালন বিধি সম্পর্কে আলোচনা পাওয়া যায়। এই পঞ্চমহাযজ্ঞ হল – ব্রহ্মযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ এবং নৃযজ্ঞ। বস্তুতপক্ষে এই যজ্ঞগুলি বৈদিক ঐতিহ্যে স্বীকৃত ব্যক্তিমাত্রেরই যে পঞ্চ-ঋণ (ঋষি ঋণ, দেব ঋণ, পিতৃ ঋণ, ভূত ঋণ ও নৃ ঋণ) প্রসঙ্গ, তার সাথে সম্পর্কিত। দেবঋণের সাথে প্রত্যক্ষভাবে যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের সম্পর্ক এবং সে বিষয়ে কিছু বাদানুবাদের প্রসঙ্গ পূর্ব্বেই আলোচনা করা হয়েছে। অন্য ঋণগুলিও যজ্ঞের মাধ্যমেই পরিশোধ করা অবশ্য-কর্তব্য এবং সেই কারণেই এই পঞ্চযজ্ঞের প্রস্তাবনা। ঋষিগণের থেকে প্রাপ্ত বেদ-বিদ্যাকে রক্ষার নিমিত্ত যে তার প্রত্যহ অধ্যয়ন, তা যজ্ঞেরই নামান্তর। আবার উৎকৃষ্ট

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 26: 2023-2024
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.18.00.03

মানবজন্মের জন্য পিতৃপুরুষের ঋণ গার্হস্থ্যজীবন যাপনের মাধ্যমে পুত্র উৎপাদনের দ্বারা পরিশোধ, যাতে পরলোকে তাঁর জলপ্রাপ্ত হতে পারেন – তাই পিতৃযজ্ঞ। ভূমি থেকে পঞ্চমহাভূত, পশু, পাখী, কীটপতঙ্গ এবং অবশ্যই মনুষ্যপ্রজাতির অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য মানুষ নানাবিধ উপায়ে, বিভিন্নরূপে ব্যক্তিমানুষের জীবনের প্রতিটি পর্য্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে – তারা ব্যক্তিকে রক্ষা করে, তার প্রয়োজন পূরণ করে তাকে ভূতঋণ ও নৃ-ঋণে আবদ্ধ করে, যা পরিশোধের জন্য তাকে মনুষ্য তথা মনুষ্যেতর প্রাণীসহ সমগ্র পরিবেশের প্রতি অনিয়ন্ত্রিত ভোগলালসা বর্জন করে শ্রদ্ধাপূর্ণ সেবার মনোভাব পোষণ করতে হবে। পরিবেশের প্রতি এই সশ্রদ্ধ প্রণতি অবশ্যকর্তব্যরূপে নির্দিষ্ট হয়েছে যেকোনো বিশেষ যজ্ঞের সূচনায় যে মহাসংকল্প করা হয় সেখানে সপ্ত পবিত্র অরণ্য, সপ্ত পবিত্র নগর, পবিত্র মহানদীসমূহ এবং সমস্ত প্রধান দেবালয়গুলির নাম উল্লেখ ও বৃক্ষাদির প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের মাধ্যমে। আবার বহু সময় মানুষ তার জীবন ধারণের প্রয়োজনে, মনুষ্য ব্যতীত অন্যান্য প্রাণীর প্রাণনাশ করে থাকে এবং পরিণামে অনিবার্য্যভাবে পাপ সঞ্চয় করে – এই দোষ স্খালনের নিমিত্ত গৃহস্থকে প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ ভূতযজ্ঞ সম্পন্ন করতে হয়, যেখানে প্রাণীকূলের মঙ্গলের উদ্দেশ্যে প্রিয় দ্রব্যের আহুতি প্রদান করা হয় –

“যদ্‌ভূতেভ্যো বলিং হরতি তদ্ ভূতযজ্ঞঃ সন্তিষ্ঠতে” [৩৮]

বস্তুতপক্ষে ব্যক্তির সমগ্র জীবনকে পরিব্যাপ্ত করে রয়েছে যজ্ঞকর্ম অনুষ্ঠান। বেদেও প্রতিটি কর্মকে যজ্ঞভাবনায় সিঞ্চিত করে শ্রদ্ধার সাথে সম্পন্ন করার কথা বলা হয়েছে, এমনকি আহার, নিদ্রা, মৈথুন কর্মকেও যজ্ঞরূপে অনুষ্ঠান কর্তব্য এমন বিহিত হয়েছে –

“যেন মৈথুনং চরতি স্তুতশস্ত্রৈর্ এব তদ এতি” [৩৯]

পরিশেষে বলা যায় ‘যজ্ঞ’ পদের একটি অন্যতম বিশেষ অর্থ সমন্বয় বা সামঞ্জস্য সাধন। যেকোনো যজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যে সামাজিক সম্মেলন হয়, তার মধ্যে সমতার পূর্ণ প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। ঋগ্বেদে ঋষি অঙ্গিরা – পুত্র সংবনন সংজ্ঞান সূক্তে এই সংহতি মন্ত্র উচ্চারণ করে প্রার্থনা জানিয়েছেন যাতে সকলে মিলিতভাবে গমন করে, মিলিতভাবে স্তব উচ্চারণ করে, মিলিতভাবে সকলের মন সমস্ত কিছুকে জানতে সমর্থ হয়। দেবতাগণ যেমন একত্রে মিলিতভাবে যজ্ঞের হবির ভাগ গ্রহণ করেছিলেন, তেমনি যেন সবাই সম্মিলিত হয়ে যাবতীয় সম্পদ ভোগ করে –

“সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্।
দেবা ভাগং যথা পূর্বে সঞ্জানানা উপাসতে।।” [৪০]

ঋষি কণ্ঠে সমবেত প্রার্থনা মন্ত্র উচ্চারিত হয় জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সব ব্যক্তি মানুষের অভিপ্রায় এক হোক, তাঁদের অন্তকরণ এক হোক, তাঁরা যেন সর্বাংশে সম্পূর্ণরূপে একমত হন –

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

"সমানী ব আকুতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ।
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি।।"[৪১]

বৈদিক ধর্মীয় ভাবনায়, বিভিন্ন যজ্ঞানুষ্ঠানে উচ্চারিত হয়েছে, উপরে উল্লিখিত মন্ত্রগুলির দ্বারা যে সৌহার্দ্র ও সার্বিক হিতসাধনের বাতাবরণ প্রস্তুত হয়, তার ফলে পরস্পরের প্রতি যে কেবল শ্রদ্ধাপূর্ণ মানসিকতা গড়ে ওঠে এমন নয়, তাদের শারীরিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক তথা সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয় বিশ্বগতভাবে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান সম্পন্ন সমাজ।

তথ্য নির্দেশিকা

১। আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্র - ২৪/১/৩১৬

২। মীমাংসা সূত্র – ২/১/৩২

৩। *ঐতরেয় ব্রাহ্মণ – ১/৩/২*

৪। *মুণ্ডক উপনিষদ – ৯/২/৭*

৫। *নিরুক্ত – ৭/১২/১*

৬। *বেদান্ত দর্শনম্ ৩অ, ৪ পা ২৩সূ। ভাবদীপিকা পৃ- ৬৩১*

৭। *বৃহদ্দেবতা – ৫/৯৬*

৮। *জৈমিনি সূত্র – ১/২/১*

৯। *ঋগ্বেদ সংহিতা – ২/১/৩*

১০। *নিরুক্ত – ৭/১৪/২*

১১। *তৈত্তরীয় ব্রাহ্মণ – ২/৪/৩/৩*

১২। *ঋগ্বেদ সংহিতা – ১/১/১*

১৩। *ঋগ্বেদ সংহিতা – ১০/৭/৩*

১৪। *ঋগ্বেদ সংহিতা – ১/১/৩-৭/১৫/৩*

১৫। *ঋগ্বেদ সংহিতা* – ১/১/৯

১৬। *ঋগ্বেদ সংহিতা – ২/১/২*

১৭। *ঋগ্বেদ সংহিতা – ৪/৫৮/৩*

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 26: 2023-2024
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.18.00.03

১৮। *মহাভারত শান্তিপর্ব - ২৩৫/১*

১৯। *ঋগ্বেদ সংহিতা – ১০/৯০/১*

২০। *ঋগ্বেদ সংহিতা – ১০/৯০/৬*

২১। *ঋগ্বেদ সংহিতা – ১০/৯০/১৬*

২২। *ঋগ্বেদ সংহিতা – ১/১৬৪/১৩*

২৩। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা – ৩/১০-১১*

২৪। *ত্রিবেদী, রামেন্দ্রসুন্দর, যজ্ঞ-কথা, প্রাচী পাবলিকেশন্স্ কলিকাতা-০০৬, পৃ- ১২১-১২৩.*

২৫। *মুণ্ডক উপণিষদ – ১/২/৩*

২৬। *শতপথ ব্রাহ্মণ – ১২/৪/১/১*

২৭। *তৈত্তিরীয় সংহিতা ৬/৩/১০/৫*

২৮। *পানিণিসূত্র – ৪/১/৩৩*

২৯। *বৈতান শ্রৌতসূত্র- ৪৩/৮*

৩০। জাবালা উপনিষদ ৪

৩১। জাবালা উপনিষদ ৪

৩২। *বৃহদারণ্যক উপনিষদে- ৩/৫/১*

৩৩। *মহানারায়ণ উপনিষদ-১০/৫*

৩৪। *ঈশোপনিষদ – মন্ত্র-১*

৩৫। *ঋগ্বেদ সংহিতা - ১০/১১৭/৬*

৩৬। *ঈশোপনিষদ- মন্ত্র- ৬*

৩৭। *ঈশোপনিষদ- মন্ত্র- ২*

৩৮। *তৈত্তিরীয় আরণ্যক – ২/১০*

৩৯। *ছান্দোগ্য উপনিষদ- ৩/১৭/৩*

৪০। *ঋগ্বেদ সংহিতা – ১০/১৯১/২*

৪১। *ঋগ্বেদ সংহিতা* - ১০/১৯১/৪

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore